ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

STUDY MATERIAL (1st term) – 2020

Sub: Bengali **Class: X** **Date: 8.5.2020**

উপন্যাস-কোনি(পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়)
লেখক-মতি নন্দী

- **লেখক পরিচিতিঃ-** আনন্দবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য ক্রীড়া সাংবাদিক হলেন মতি নন্দী।
১৯৩১ সালের ১০ ই জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন
এই সুসাহিত্যিকসাংবাদিকতার মাধ্যমেই তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ।সাহিত্যে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি লাভ করেছেন আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ- পুবের জানালা, সাদা খাম, কলাবতী ইত্যাদি।

- **শব্দার্থঃ**-- ১। ব্যালান্স- ভারসাম্য।
২। স্পিড-গতি
৩। ট্যালেন্ট-প্রতিভা
৪। উৎকন্ঠিত—ব্যাকুল।
৫। মন্থর-ধীর।

- **সারসংক্ষেপঃ--** মতি নন্দী রচিত 'কোনি' উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত এক সাঁতার প্রতিযোগিতায় রেফারি অফ দ্য কোর্স হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ক্ষিতীশকে।ক্ষিতীশ সেখানে পুনরায় খুঁজে পান কোনি কে।কোনি ইতিমধ্যেই সাঁতার শেখার জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলন ক্ষিতীশকে।কোনির সাঁতারের মধ্যে কোনো প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও তার বৈঠার মতো দীপ্ত ভঙ্গীতে হাত চালনা দেখে মুগ্ধ ক্ষিতীশ পুনরায় তাকে সাঁতার শেখানোর প্রস্তাব দেয়।এবার কোনির সঙ্গে উপস্থিত ছিল কোনির দাদা কমল।কমলেরো স্বপ্ন ছিল বড় সাঁতারু হবার,কিন্তু অভাবের তাড়নায় তার সেই স্বপ্ন অপূর্ণ-ই থেকে গিয়েছিল।কোনির পরিবারের অভাবের জন্য ক্ষিতীশ তার সাঁতার শেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করে।

উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই ক্ষিতীশ জুপিটার ক্লাবে কোনিকে সাঁতার শেখানোর জন্য উপস্থিত হয়।সেখানে সাঁতারের সমস্ত প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও কোনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে পায় না শেখার সুযোগ।ক্ষিতীশ-এর মতে এইভাবে কোনিকে সুযোগ না দেওয়া আসলে কোন এক ভাবে ক্ষিতীশ কে পরোক্ষে অপমান করা।ক্ষিতীশ শেষ পর্যন্ত অ্যাপোলও ক্লাবে যান কোনিকে সাঁতার শেখানোর জন্য।যদিও এ নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে এক ধরনের দোলাচল দেখা যায় কারণ অ্যাপোলো ও জুপিটার একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবেই গন্য হয়ে এসেছে এতদিন ধরে।

- **<u>সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত—</u>**

১। "নামকরা সাঁতারু হবার সখ আমার ছিল"—বক্তা কে? তার এই শখ কি পূরণ হয়েছিল?
মতি নন্দী রচিত 'কোনি' উপন্যাসে আলোচ্য অংশটির বক্তা হলেন কোনির দাদা কমল পালের।
না বক্তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয় নি। সীমাহীন দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল এই স্বপ্ন।

২। "সে দায়িত্ব আমার"—বক্তা কে ? তিনি কোন দায়িত্বের কথা বলেছেন ?
মতি নন্দী রচিত 'কোনি' উপন্যাসে আলোচ্য অংশটির বক্তা হলেন ক্ষিতীশ
রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত এক সাঁতার প্রতিযোগিতায় রেফারি অফ দ্য কোর্স হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ক্ষিতীশকে।ক্ষিতীশ সেখানে পুনরায় খুঁজে পান কোনি কে।কোনি ইতিমধ্যেই সাঁতার শেখার জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলন ক্ষিতীশকে।কোনির সাঁতারের মধ্যে কোনো প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও তার বৈঠার মতো দীপ্ত ভঙ্গীতে হাত চালনা দেখে মুগ্ধ ক্ষিতীশ পুনরায় তাকে সাঁতার শেখানোর প্রস্তাব দেয়।এবার কোনির সঙ্গে উপস্থিত ছিল কোনির দাদা কমল।কমলেরো স্বপ্ন ছিল বড় সাঁতারু হবার,কিন্তু অভাবের তাড়নায় তার সেই স্বপ্ন অপূর্ণ-ই থেকে গিয়েছিল।কোনির পরিবারের অভাবের জন্য ক্ষিতীশ তার সাঁতার শেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করে।

৩। "সিস্টেমটা খুব ভালো"—কোন সিস্টেমের কথা বলা হয়েছে ?
মতি নন্দীর লেখা 'কোনি' উপন্যাসে আলোচ্য উক্তিটি ক্ষিতীশ, ভেলোকে উদ্দেশ্য করে করেছিল। এখানে সিস্টেম বলতে গুরুগৃহে থেকে শিষ্যদের শেখার প্রাচীন পন্থার বিষয়ে বলা হয়েছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোনির আর্থিক সমস্যার বিষয়ে জেনে ক্ষিতীশের নিজের সমস্ত দায়িত্ব নেবার প্রসঙ্গে এই উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। "বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটা মোচড় সে অনুভব করল"—সে বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তার এরকম আচরণের কারণ কি ছিল ?
মতি নন্দী রচিত 'কোনি' উপন্যাসে আলোচ্য অংশটিতে 'সে' হলেন ক্ষিতীশ
ক্ষিতীশ জুপিটার ক্লাবে কোনিকে সাঁতার শেখানোর জন্য উপস্থিত হয়।সেখানে সাঁতারের সমস্ত প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও কোনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে পায় না শেখার সুযোগ।ক্ষিতীশ-এর মতে এইভাবে কোনিকে সুযোগ না দেওয়া আসলে কোন এক ভাবে ক্ষিতীশ কে পরোক্ষে অপমান করা।ক্ষিতীশ শেষ পর্যন্ত অ্যাপোলও ক্লাবে যান কোনিকে সাঁতার শেখানোর জন্য।যদিও এ নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে এক ধরনের দোলাচল দেখা যায় কারণ অ্যাপোলো ও জুপিটার একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবেই গন্য হয়ে এসেছে এতদিন ধরে। ফলে আজ তার অ্যাপোলো ক্লাবে কোনিকে ভর্তি করতে নিয়ে আসায় এক অজানা কষ্টে বিবশ হয়ে ওঠে ক্ষিতীশ।ক্ষিতীশের এই আচরনের মধ্যে তার নিজের ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ব ও অপার মমত্ব ফুটে উঠেছে।

শিক্ষক/ শিক্ষিকা- অর্পিতা চন্দ্র